সব কিছু নষ্টদের অধিকারে চলে যাক

পরশপাথর

অধ্যাপক আহমদ শরীফ এ দেশের বুদ্ধিজীবিদেরকে মোট তিনভাগে ভাগ করেছেন। একশজনের ছেষট্টিজন বুদ্ধিজীবি কারও মনে আঘাত না দিয়ে, সমাজ-শাস্ত্র-প্রতিবেশিদের আঘাত না দিয়ে, শত্রু না বাড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে, তেত্রিশজন নির্লজ্জভাবে প্রবলের তোয়াজ তোষামোদ করে। স্তাবকতা করে। এভাবে নিরানব্বই জন। বাকী থাকে একজন। এই একজনের উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন তসলিমা নাসরিনের নাম।

এই একভাগ তসলিমা নাসরিনের শতভাগই এখনও আগের তসলিমা নাসরিন আছে। ছেষট্টিজনের অনেকে প্রতিকুল পরিবেশে সিস্ট গঠন করে সুরক্ষিত দূর্গে অবস্থান করছেন। কিন্তু ছত্রিশ বছর ধরে আমাদের রাজনীতিবিদেরা যে তেত্রিশজন নির্লজ্জ বুদ্ধিজীবি প্রসব করেছেন, তারা তাদের প্রভূদের এই দূর্দিনে শর্মিন্দা বোধ না করে যে আর পারছেন না। তাই বিভিন্ন স্কেল দিয়ে মেপে, মরিয়া হয়ে তারা দেখিয়ে দিচ্ছেন, রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করে সরকার কি বিশাল পরিমান ভুল করেছে এবং এতে করে সংবিধানের কত দশমিক কত অনুচ্ছেদের সরাসরি লংঘন হচ্ছে। আমাদের এই বুদ্ধিজীবিরা এতই চতুর যে তারা চাইলে আপনাকে খুব সহজেই বুঝিয়ে দেবে যে, 'লোভে পাপ, পাপেই শান্তি।' ধর্মের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সঠিকভাবেই যুক্তি দেখাবে, 'মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়।' কিন্তু তারা ভুলেও স্বীকার করবেনা, 'জনগণের জন্য সংবিধান, সংবিধানের জন্য জনগণ নয়।' কারণ তাহলে যে ক্ষেত্রবিশেষে প্রসবকারী প্রভুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের সাধারণ জনগণও এই সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের কলম-কলামকে পবিত্র কালাম জ্ঞান করে সেভাবেই নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাগুলোকে সাজিয়ে নেয়। কারণ তাদেরকে অধিকাংশক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয় বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট মিডিয়া এবং তাদের পোষা বুদ্ধিজীবিদের উপর। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ত্তরণের পথে মিডিয়াগুলো একদিকে যেমন প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে আবার এই মিডিয়াগুলোইনিজদের প্রয়োজনমত সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে দেখায় ভিন্নতা, যাতে করে সংবাদের অর্থ বদলে যায় ব্যাপকভাবে। ৫ জানুয়ারী, ২০০৮ এ দেয়া অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন খানের দেয়া বক্তব্য পরিবেশনে বিভিন্ন পত্রিকার ভিন্নতা থেকে তার একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আইরিন খান বলেন, দেশে যদি একজন যুদ্ধাপরাধীও থাকে তবে তার বিচার হওয়া উচিৎ।...
তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে এ সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপ পরবর্তী নির্বাচিৎ সরকারকে বিষয়টি এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করবে।

---দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জানুয়ারী, ২০০৮

কারো প্রতি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না তুলে আইরিন খান বলেন, বাংলাদেশতো বটেই, পাকিস্তান বা বিশ্বের অন্য কোন দেশেও যদি একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীরা থাকেন, তাহলে তার বিচার হওয়া উচিৎ। ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যারা অপরাধের জন্য দণ্ডমুক্তি(ইম্পিউনিটি) উপভোগ করেছেন, তাঁদের সবাইকে বিচারের সন্মুখীন করতে হবে।

---দৈনিক প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারী, ২০০৮

আইরিন খান বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই, এরা মানবাতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে।...
আইরিন খান বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিজুদ্ধকালে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই, এরা মানবাতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। এদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করবো।

---দৈনিক যুগান্তর, ৬ জানুয়ারী, ২০০৮

যুগান্তর এর রিপোর্ট দেখলে আপনার কিছুক্ষণের জন্য মনে হতে পারে, আইরিন খান আরেকটু হলেই পল্টন ময়দানে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করতেন। বিচার চাই আর বিচার হওয়া উচিত কখনই এক কথা হতে পারেনা। অবশ্য,রিপোর্টারের আর দোষ কি? ছত্রিশ বছর ধরেতো তারা চাই চাই, ফাঁসি চাই, বিচার চাই, রক্ত চাই টাইপের রিপোর্টই করে এসেছেন। উচিত অনুচিত জাতীয় শব্দতো খুব বেশি ব্যবহার করতে হয়নি।

৬ই জানুয়ারী সাবেক এটর্নী জেনারেল হাসান আরিফ সাহেব একটি বেসরকারী চ্যানেলকে বলেন, ‘যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আইন আছে, কিন্তু বিচার হওয়ার আগে আপনি কাউকে যুদ্ধাপরাধী বলতে পারেন না।’ কিন্তু আমারা ধৈর্য্য ধারণ করতে যাব কেন? ছত্রিশ বছর পর আমাদের হুঁশ হয়েছে। অতএব, অগামীকালই এর বিচার হতে হবে। কবে আবার আমরা বেহুঁশ হয়ে যাই। সরকারকে একদিনও সময় বাড়িয়ে দেয়া যাবেনা,বিচার তাদের করতেই হবে। কোনও কিন্তু নয়।

বিচারপ্রার্থী কেউ কেউ দুঃখ করে বলেন যুদ্ধাপরাধীরা যখন গাড়ীতে পতাকা লাগিয়ে উনাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যান তখন উনাদের বুকটা ফেটে যায়। ভাবখানা এমন যে, এতদিন তাদের গাড়ীও ছিলনা, পতাকাও ছিলনা, বিচারের দরকারও মনে হয় ছিলনা। এখন তাদের যেহেতু গাড়ী হয়েছে, বাড়ী হয়েছে, সংসদে আসনও হয়েছে। অতএব, এখন তাদের বিচার চাই।

একাত্তরের অপরাধের কথা মনে উঠলে তাদের চোখে এখনও জল আসে। কিন্তু বর্তমানের কোনও ঘটনায় তাদের কিছুই যায় আসেনা। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কসবা উপজেলার মেহারী ইউনিয়নের এক মুক্তিযোদ্ধার ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়েকে তুলে নিয়ে দুর্বৃত্তরা ধর্ষণ করেছে। মেয়েটির মুক্তিযোদ্ধা বাবা স্থানীয় পত্রিকার প্রতিনিধিকে বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ‘বিদেশী শত্রুর কাছ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারলেও আজ নিজের দেশের দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে পারলাম না।’ সংবাদ দু-তিন দিন আগের দৈনিক প্রথম আলো’তে আছে। এই মুক্তিযোদ্ধা পিতার কান্নার শব্দ বড়জোর বিবৃতিজীবিদের হৃদয়ের দরজায় পৌঁছুবে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবেনা, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দরজা থেকেই ফিরে আসবে । কারণ সেটা নিয়েতো আর চ্যানেল চ্যানেলে ঘুরে ঘুরে গলা ফাটিয়ে বক্তব্য রাখা যাবেনা। জনমত তৈরি করে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা যাবেনা সরকারকে।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যাপারে কোমর বেঁধে নেমেছেন অধ্যাপক, সম্পাদক আর মুক্তচিন্তাবিদরা। এক পত্রিকার সম্পাদকতো যে ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রায় দিয়েছেন উনার কাছেও কিছু নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করে ফেলেছেন। একটা যুক্তি মোটামুটি তাদের সবাই দিয়ে যাচ্ছেন যে, ‘মুক্তিযুদ্ধের পর সামরিক সরকাররা পর্যন্ত শিক্ষকদের ব্যাপারে হাত দিতে সাহস করেনি। অথচ এই সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত শিক্ষকদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল।’ যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় বাংলাদেশের ইতিহাস এক কলংকিত ইতিহাস। প্রহসনের ইতিহাস। আইনের ক্লাসের ফার্স্ট ইয়ারের কোনও স্টুডেন্টের সামনেও এই যুক্তি দেখানো হলে, যুক্তির অসারতায় সে লজ্জাবোধ করবে। দয়া করে বিশ্বাস করতে বলবেন না যে, স্বাধীনতার পর কোনও শিক্ষক কোন অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন না। এবং যেহেতু আগের কোন সরকার এহেন দুঃসাহস দেখানোর সাহস করেনি, অতএব কোন সরকারেরই সেটি করা উচিত নয়। নাকি শিক্ষকরা যা বলেন, যা করেন তাতে কোন ধরণের ভুল হতেই পারেনা, ভুল থাকতেই পারেনা, শুধু দেশের অশিক্ষিত মানুষগুলো তাদের বুঝতে পারেনা, এই হলো যা পার্থক্য। আজ বিশেষভাবে তাদের মুক্তির দাবী উঠেছে। মুক্তি হয়তো দেয়া হবে কিন্তু সেই বিখ্যাত ‘বিশেষভাবে’ শব্দটা থেকে তারা মুক্ত হবেন কি করে?

এটা ঠিক যে, এই সরকার এরমধ্যে অনেকগুলো ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে,অনভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে তাদের কাজে কর্মে। সমন্বয়হীনতাও দেখা যাচ্ছে তাদের বক্তব্যে । কিছু বক্তব্য অনভিপ্রেতও। কিন্তু তাই বলে তারা কী নষ্ট হয়ে গেছে?

কেন সবগুলো ব্যাপারে একতরফাভাবে সব দোষ গিয়ে পড়ছে সরকারের উপর? আমাদের কি কোনও দোষ নেই? নির্বাচিত, তত্ত্বাবধায়ক যে সরকারই আসুক না কেন তারা যেন আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। আমরা সবসময় তাদেরকে ব্যর্থ করার খেলায় মেতে উঠি। তাদেরকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে না পারলে যেন আমরা নিজেরাই ব্যর্থ হয়ে যাই। এক অনভিজ্ঞ সরকার, যারা দেশের নাজুক পরিস্থিতিতে দায়িত্বগ্রহণ করে, তারা যেন দায়িত্বগ্রহণ করেই এক মহা অপরাধ করে ফেলেছে। ব্যাপারটা এমন যে, তারা যেহেতু কিছু ভাল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে,পরিবর্তন এনেছে; অতএব অন্যসব পদক্ষেপও তাদের নিতে হবে,জনগণের সবগুলো দাবীই তাদের পূরণ করতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের বেশি একদিনও ক্ষমতায় থাকতে পারবেনা।

যে নষ্ট রাজনীতি আমাদের ধ্বংসের শেষ সীমানায় নিয়ে গেছে, বন্ধ করে দিয়েছে মুক্তির সব পথ। সেই রাজনীতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা যদি নষ্টামি হয়, দূর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান যদি নষ্টামি হয়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বন্দর সংস্কার ,সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা প্রদান যদি নষ্টামি হয়, তবে চলে যাক সব কিছু নষ্টদের অধিকারে, সব কিছুই নষ্টদের অধিকারে চলে যাক।

poroshpathor81@yahoo.com
January 07, 2008